বীরভূম
আনন্দবাজার পত্রিকা
১০ কার্তিক ১৪৩১ রবিবার ২৭ অক্টোবর ২০২৪

‘বিস্ময় বালক’ অনুরাগের পাশে প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা

সিউড়ি

মাত্র ৪০ সেকেন্ডে পর্যায় সারণীর ১১৮টি মৌলের নাম ক্রমানুযায়ী বলে দিতে পারে লাভপুরের অনুরাগ মজুমদার। মহিলাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে একটি বিশেষ যন্ত্রও তৈরি করে ফেলেছে দশ বছরের এই বালক, যা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে নিকটবর্তী থানার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্রুত নিরাপত্তা দিতে পারবে। বর্তমানে আরও একাধিক অভিনব যন্ত্র তৈরি নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছে সে।

শনিবার এমনই এক বিস্ময় বালককে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। ছোট্ট এই ছেলেটির কর্মকাণ্ড দেখে হতবাক জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। ভবিষ্যতে যাতে অনুরাগ নিজের পড়াশোনা ও গবেষণার জগতে বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম সহযোগিতার আশ্বাসও দিলেন তাঁরা।

লাভপুরের কাদিপুর জুনিয়র হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া অনুরাগ মজুমদারের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই অবাধ বিচরণ ও অসীম আগ্রহের বিষয়টি জানার পরেই তাকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। সেইমতো এ দিন বিকেলে সিউড়ির সার্কিট হাউসে অনুরাগ ও তার বাবা মুক্তিশ্বর মজুমদারকে নিয়ে আসেন অভিজিৎ। জেলা প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিতিতে নিজের কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানায় অনুরাগ।

নিজের তৈরি যন্ত্র হাতে অনুরাগ। সিউড়ি সার্কিট হাউসে। *নিজস্ব চিত্র*

অনুরাগ ও তার বাবার দাবি, সব থেকে কম সময়ে পর্যায় সারণীর ১১৮টি মৌলের নাম বলার যে বিশ্ব রেকর্ড রয়েছে, তা ৪৭ সেকেন্ডের। কিন্তু অনুরাগ ৪০ সেকেন্ডেই তা বলতে পারে। এ দিন সকলের সামনে ৪০ সেকেন্ডে তা বলেও দেখায় অনুরাগ। মহিলাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে যে যন্ত্র সে বানিয়েছে, সেটির ব্যবহার কী ভাবে হবে, তাও হাতেকলমে বুঝিয়ে দেয় লাভপুর বিডিও অফিসপাড়ার বাসিন্দা এই ছাত্র। এ দিন নিজের ভবিষ্যৎ পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য লাভপুর এলাকায় একটি গ্রন্থাগার ও রকটি গবেষণাগারেরও দাবি জানায় অনুরাগ।

জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, “অনুরাগকে বিস্ময় বালক বললেও কম বলা হবে। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তার যে আগ্রহ এবং অবাধ বিচরণ, তা অকল্পনীয়। ওর পড়াশোনা ও গবেষণার সব রকম প্রয়োজনে আমরা পাশে থাকব। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ থেকে যদি কোনও সহযোগিতা সম্ভব হয়, তা হলে তারও ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। আমরা লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজের সঙ্গে কথা বলে অনুরাগ যাতে কলেজের গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার ব্যবহার করতে পারে, তারও ব্যবস্থা করব।”

Anandabazar-Birbhum-27th October 2024